সংবাদ

তারিখ 1 0 OCT 2013
পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ২

জাবি পরিস্থিতির আরও অবনতি

আন্দোলনরত শিক্ষকদের ওপর ছাত্রলীগের দু'দফা হামলা

- আহত ১০ শিক্ষক
- দুই সহকারী প্রক্টরের পদত্যাগ

প্রতিনিধি, জাবি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) আন্দোলনরত শিক্ষকদের ওপর দু'দফা হামলা ও ভাঙচুর করেছে ছাত্রলীগের সভাপতি গ্রুপের কিছু নেতাকর্মী। অন্যদিকে উপাচার্যের হাতেও দুজন শিক্ষক লাঞ্ছিত হয়েছেন বলে গতকাল সংবাদ সম্মেলন করে জানান আন্দোলনরত 'সাধারণ শিক্ষক ফোরাম'। এতে মোট পাঁচজন শিক্ষক আহত হয়েছেন।

জানা যায়, গতকাল বিকেল ৩টার দিকে আন্দোলনরত শিক্ষকরা পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী সিন্ডিকেট সভা প্রতিহত করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান নিলে উপাচার্য দুই শিক্ষককে ধাক্কা দিয়ে সেখানে প্রবেশ করেন। এ সময় পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জামাল উদ্দিন রুনু ও ফার্মেসি বিভাগের প্রভাষক ফখরুল ইসলাম লাঞ্ছিত হন। তবে উপাচার্য এ অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, আমি তাদের

দু'দফা : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৪

দু'দফা : হামলা

(১৯.পৃষ্ঠার পর)

সরিয়ে দিয়ে প্রবেশ করেছি। ওরা আমাকে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দিয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে ফখরুল ইসলাম তার লাঞ্ছনার বর্ণনা দিতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। এদিকে উপাচার্য, দুই উপ-উপাচার্য ও প্রক্টরের উপস্থিতিতে ছাত্রলীগের সভাপতি মাহমুদুর রহমান জনি, সহ-সভাপতি জাহাঙ্গীর কবীর, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বিপুল কুণ্ডু রাসেল মাহমুদের নেতৃত্বে ২৫ থেকে ৩০ জন ছাত্রলীগের নেতাকর্মী আন্দোলনরত শিক্ষকদের ওপর চেয়ার ছুড়ে হামলা চালায়। এতে আল-বেরুনী হলের প্রভোস্ট আওয়ামীপন্থি শিক্ষক সহযোগী অধ্যাপক আনোয়ার খসরু পারভেজ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের আবদুল্লাহ হেল কাফী ও ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের তানজিমুল হক মোল্লা (ইমন) শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হয়। এ ঘটনায় দুই সহকারী প্রক্টর পদত্যাগ করেছেন। পদত্যাগ করা সহকারী প্রক্টররা হলেন সিকদার মোহাম্মদ জুলকারনাইন ও ইনামুল হক। তাদের দাবি হলো উপাচার্যের প্রত্যক্ষ মদদে আমাদের ওপর হামলা করা হয়েছে। এই উপাচার্যের অধীনে দায়িত্ব পালনের পরিবেশ নেই বলে আমরা পদত্যাগ করেছি। শিক্ষকদের ওপর হামলার পরপর ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অবস্থান নেয় এবং ১ তারিখ থেকে শিক্ষকদের কর্মসূচি পালন করে আসা অবস্থানস্থলে ভাঙচুর চালায়। এ সময় সেখানে থাকা শিক্ষকদের ২৬ ইঞ্চি একটি রঙিন টিভি খোয়া যায়।

এদিকে বিকেল সাড়ে পৌনে ৬টার দিকে শিক্ষকরা প্রশাসনিক ভবন থেকে একটি মৌনমিছিল নিয়ে উপাচার্যের বাসভবনের সামনে আসে। এ সময় শিক্ষা ও পাঠচক্র সম্পাদক মামুন খান, সঞ্জিব কুমার সাহা, মিনহাজের নেতৃত্বে অবস্থানরত ছাত্রলীগের কর্মীরা শিক্ষকদের ওপর হামলা চালায়। এতে পাঁচজন শিক্ষক আহতসহ অনেক শিক্ষক লাঞ্ছিত হন। আহত শিক্ষকরা হলেন- ফার্মেসি বিভাগের অধ্যাপক মাফরুহী সাত্তার মিটু, ছাত্রলীগের হাতে প্রথমবার আহত হওয়া তানজিমুল হক মোল্লা, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আবু সায়েম মো. মোস্তাফিজুর রহমানসহ আরও দু'জন শিক্ষক। এ সময় শিক্ষকরা হামলা করেছে বলে চিৎকার করতে থাকে মামুন। শিক্ষকদের অভিযোগ মামুন এই নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগে বারবার ফেল করার কারণে তার ছাত্রত্ব নিয়ে টানাটানি। সে ১.৬৮ জিপিএ পাওয়ার কারণে মাস্টার্স ২য় পর্ব পরীক্ষা দিতে পারছে না বলে জোর করে পরীক্ষা হলে তালা দিয়ে পরীক্ষা বন্ধ রেখেছে। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক আফসার আহমেদের বাসায় সিন্ডিকেট সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও তা নাকচ করে দিয়েছেন নির্বাচিত অনেক সিন্ডিকেট সদস্য। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় এক সংবাদ সম্মেলনে 'সাধারণ শিক্ষক ফোরাম'র আহ্বায়ক ও নির্বাচিত সিন্ডিকেট সদস্য অধ্যাপক হানিফ আলী বলেন, সিন্ডিকেট সভা হওয়ার কথা ছিল বিকেল ৪টায়। উপাচার্য তা না করতে পেরে সিন্ডিকেট সভা বাতিল বলে ঘোষণা দিয়েছে। অনেক সিন্ডিকেট সদস্য চলে গিয়েছে। আর এখন শুনি সিন্ডিকেট সভা হয়েছে। অথচ আমরা কিছুই জানি না। এ সময় তার কথাতে সমর্থন জানান উপস্থিত কয়েকজন সিন্ডিকেট সদস্য। এ সময় উপস্থিত শতাধিক শিক্ষক উপাচার্যের পদত্যাগের পাশাপাশি তার শাস্তি দাবি করেন। এদিকে এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে শিক্ষক সমিতির জরুরি সভা চলছে।